

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান২৮ বোরো মৌসুমের একটি আগাম জাত। এ জাত ১৯৯৪ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ গাছের উচ্চতা ৯০ সেমি।
- ▶ পাকার সময় ধানের শীষ উপরে থাকে।
- ▶ চাল মাঝারি চিকন ও সাদা।
- ▶ ভাত ঝরে ঝরে ও খেতে সুস্বাদু।



ব্রি ধান২৮

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

এ জাতের জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ কম। তাই অসচ্ছল কৃষক যারা আগাম ফসল কাটতে চান তাদের জন্য এ জাতটি বিশেষভাবে উপযোগী। এ জাত আগাম বিধায় বন্যা প্রবণ এলাকায় যেখানে পাকা ধান পানিতে তলিয়ে যায় সে সমস্ত এলাকার জন্যও উপযোগী। এ ধানের মুড়ি ভালো হয়। বোরো ধান চাষের পর যারা সবুজ সার চাষ করে মাটির উর্বরতা বাড়াতে চান তারা এ আগাম জাতটি নির্বাচন করতে পারেন।

জীবনকাল

এ জাতটির জীবনকাল ১৪০ দিন।

ফলন

স্বাভাবিক ফলন হেক্টরপ্রতি ৫.৫-৬.০ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজ তলায় বীজ বপনঃ ১ - ১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)।
২. চারার বয়সঃ ৩৫-৪০ দিনের চারা।
৩. চারা রোপনের সময়ঃ ৭-১২ মাঘ (২০শে জানুয়ারি থেকে ২৫শে জানুয়ারি)।
৪. চারার সংখ্যাঃ প্রতি গুচ্ছিতে ২-৩ টি
৫. রোপণ দূরত্বঃ ২০x১৫ সেন্টিমিটার।

৬. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ

৬.১ ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম দস্তা
৩০-৪০ ৭-১০ ৮-১৬ ৪-১১ ০.৭-১.০

৬.২ ইউরিয়া সার দু'বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগ রোপণের ১৫-২০ দিন পর।

দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর। ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের পর মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৬.৩ ইউরিয়া সার প্রয়োগে লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) ব্যবহার করতে হবে।

৭. আগাছা দমনঃ রোপণের পর ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৮. সেচ ব্যবস্থাপনাঃ খোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৯. রোগ ও পোকামাকড় দমনঃ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা যেতে পারে।

১০. ফসল কাটাঃ ২০ চৈত্র - ৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@bri.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২

ফ্যান্ট শীট ৮